

আল-বাকারাহ | Al-Baqara | الْبَقَرَة

আয়াতঃ ২ : ১২

আরবি মূল আয়াত:

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

অনুবাদসমূহ:

জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা ফাসাদকারী; কিন্তু তারা বুঝে না। — আল-বায়ান

মূলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। — তাইসিরুল

সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝেনা। — মুজিবুর রহমান

Unquestionably, it is they who are the corrupters, but they perceive [it] not.
— Sahih International

১২. সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তা কিন্তু তারা তা বুঝে না(১)।

১. মুনাফিকরা ফেৎনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কুরআন পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজি নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফসিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক।

তফসীরে জাকারিয়া

১২। সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, (১) কিন্তু এরা তা অনুভব করতে পারে না।

(১) ফাসাদ (অশান্তি, হাঙ্গামা, সন্ত্রাস) হল সালাহ (শান্তি বা সংস্কার)-এর বিপরীত। কুফরী ও পাপাচারের কারণে যমীনে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহর আনুগত্যে নিরাপত্তা ও শান্তি পাওয়া যায়। প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের কাজই হল যে, তারা অশান্তি সৃষ্টি করে, অন্যায়ের প্রচার-প্রসার করে এবং আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, কিন্তু তারা মনে করে বা দাবী করে যে, তারা সংস্কার, শান্তি ও উন্নতি করার চেষ্টায় লেগে আছে।

তফসীরে আহসানুল বায়ান